চৈত্র মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

বাংলা বছরের শেষ চৈত্র মাস। এ মাসে রবি ফসল ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম একসাথে করতে হয় বলে কৃষকের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সুপ্রিয় কৃষিজীবি ভাইবোন, কৃষিতে আপনাদের শুভ কামনাসহ সংক্ষিপ্ত শিরোনামে জেনে নেই এ মাসে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো:

বোরো ধান

- দেরিতে চারা রোপণকৃত ধানের চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া দিয়ে থাকলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে না। সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। জমিতে যদি সালফার ও দস্তা সারের অভাব থাকে এবং জমি তৈরির সময় এ সারগুলো না দেয়া হয়ে থাকে তবে ফসলে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ পরীক্ষা করে একর প্রতি ৩ কেজি হারে সালফার ও দস্তা সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ধানের কাইচ থোড় আসা থেকে শুরু করে ধানের দুধ আসা পর্যন্ত ক্ষেতে ৩-৪ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে।
- পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাই মুক্ত রাখতে হবে। এ সময় ধান ক্ষেতে উফরা, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া ও টুংরো রোগ দেখা যেতে পারে। জমিতে উফরা রোগ দেখা দিলে যেকোন কৃমিনাশক যেমন রাগবী একর প্রতি ৬ কেজি জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ব্লাস্ট, রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে এবং অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন নাটিভো/ স্ট্রমিন/ ব্যাবিজল/ ট্রুপার/ ফিলিয়া অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে পাতা পোড়া রোগ হলে অতিরিক্ত বিঘা প্রতি ৫ কেজি হারে এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং ব্যাকটাফ অথবা কপার ব্লু অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। ধানের খোলপোড়া রোগ দেখা দিলে নাভারা/ এমিস্টার টপ/ ট্রু অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

গম

- চৈত্র মাসের প্রথম থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত গম সংগ্রহ করতে হয়। গম সংগ্রহের কাজটি করতে হবে সকাল বেলা রৌদ্রজ্জল দিনে। গম পেকে গেলে কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো বীজ ছায়ায় ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের ড্রাম, টিনের পাত্র, রং/ আলকাতরা দেয়া মাটির কলসি ইত্যাদিতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভুট্টা

- ভুট্টার জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতার রং কিছুটা হলদে হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে। বৃষ্টি শুরু হবার আগে শুকনো আবহাওয়ায় মোচা সংগ্রহ করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এখনই বীজ বপন করতে হবে।

পাট

- চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত পাটের বীজ বপন করা যায়। পাটের ভালো জাতগুলো হলো ও-৯৮৯৭, বিজেআরআই তোষাপাট-৪, বিজেআরআই তোষাপাট-৫, বিজেআরআই তোষাপাট-৬, বিজেআরআই তোষাপাট-৮, বিজেআরআই দেশিপাট -৫, বিজেআরআই দেশিপাট-৬ বিজেআরআই দেশিপাট -৭ এবং লবণাক্ত সহিষ্ণু বিজেআরআই দেশিপাট-৮। স্থানীয় বীজ ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করে জাতগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ১৭ থেকে ২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে ২৫-৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য মাঠ ফসল ও শাক সবজি

- রবি ফসলের মধ্যে চিনা, কাউন, আলু, মিষ্টি আলু, চিনাবাদাম, পেঁয়াজ, রসুন যদি এখনো মাঠে থাকে, তবে দেরি না করে তুলে ফেলতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করতে হবে। এসময় গ্রীষ্মকালীন টমেটো, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, ঢেঁড়স, বেগুন, করলা, ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাঁকরোল, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, পুঁইশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করতে পারেন। পেঁপের চারা রোপণ করতে পারেন এ মাসে। কলা বাগানের পার্শ্ব চারা, মরা পাতা কেটে দিন।

গাছপালা

- আম গাছে হপার পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি ল্যামডা-সাইহেলোথ্রিন (রীভা)/ ডেলটামেথ্রিন (ডেসিস) ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- এ সময় আমে পাউডারি মিলডিউ ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিতে পারে। টিল্ট-২৫০ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা অনুমোদিত ছত্রাকনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- কুল গাছের ফল সংগ্রহের পরপরই ডাল ছাঁটাই করতে হবে।
- বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় মাটি ও জৈব সার প্রয়োগ করতে পারেন।
- নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন।
- এ মাসে সজিনার ডাল কেটে সরাসরি বপন করতে পারেন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।